মেহেরপুরে মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির সূচনা করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির সিনিয়র সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহম্মেদ, জেলা মহিলা দলের সহ-সভাপতি সাবিহা সুলতানা, জেলা বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক নাজমুন নাহার রিনা প্রমুখ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপি’র ৪ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি সালমা খাতুন, ইউনিয়ন বিএনপির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক রাকিবা, সাবেক মহিলা কাউন্সিলর ও পৌর ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মনোয়ারা খাতুন, মহিলা দলের নেত্রী চায়না খাতুন পপি, নবীনা মল্লিক, দফরপুর ২ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য ফাতেমা, রুপালি, জ্যোতি, রবিউস সানি, কনা, নাজু, ওমরা, আরবিসং, জাকিয়া প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নারীর ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

গাংনীর বিএনপি নেতা ডাকুর

গ্রেফতার নিয়ে আলোচনা- সমালোচনা

গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্র অভিহিত করে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপি’র এই জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারকে সাজানো ও ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে ওই দিন থেকেই প্রতিবাদ সভা, সাংবাদিক সম্মেলন করেছে বিএনপি’র স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করে নানাভাবে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে।

তারা দাবী করেন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীর ইন্ধনে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে বিগত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশসহ আইনশৃংখলাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হয়েছে। তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে কারাবরণ করিয়েছে। শুধু মামলা নয়, তার বাড়ি ঘরে হামলা করে উচ্ছেদ করেছে তারা।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি অবিলম্বে গোলাম মোস্তফাকে মিথ্যা সাজানো মামলা থেকে নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন এবং সকল মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া মিথ্যা মামলাটি তদন্তের দাবী জানান তারা।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর ভোররাতে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগজিনসহ গোলাম মোস্তফা ডাকুকে আটক করে যৌথবাহিনী। গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের চৌগাছার (ভিটাপাড়া) মৃত আজিজুল হকের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গোলাম মোস্তফা ডাকু কে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আইনশৃংখলাবাহিনী।

দামুড়হুদায় বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদার নতিপোতা ইউনিয়নে বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে নতিপোতা বাজারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপি।

এতে সভাপতিত্ব করেন, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ রানা। প্রধান অতিথি ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির। প্রধান বক্তা ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি সাবেক চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান টুনু, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইদ্রীস আলী, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি শামসুল হক, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, সহ-সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ।

নতিপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি তুহিনুর রহমান সোহাগের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র কোষাধ্যক্ষ আল মাসুম বাবু, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপি নেতা বাবলুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য মাহফুজুর রহমান জনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি বদরুল আলম, সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমান, ২ নং ওয়ার্ডের সভাপতি খাইরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আসাদুর রহমান মিঠু, ৪ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুর রফিক, সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফি, ৫ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, ৬ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আবু সাঈদ, ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি

শরিফ আলী, সাধারণ সম্পাদক বাবলুর রহমান, ৮ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান, ৯ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি তরিকুল ইসলাম, বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম, নতিপোতা ইউনিয়ন যুবদল নেতা ইঞ্জিনিয়ার আকরাম হোসেন খান, জাহাঙ্গীর আলম অংকিল, মেহেদী হাসান নাঈম, পারভেজ আলী, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদলের আহ্বায়ক ডালিম শেখ, সদস্য সচিব সাগর আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহসভাপতি শাকিল শেখ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাগিবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু বলেন, পিআর পদ্ধতি অজুহাতে নির্বাচন কালক্ষেপণ করার পায়তারা করছে একটি দল। নির্বাচন বন্ধ করতে ষড়যন্ত্র করছে। দেশের মানুষ পিআর টিআর বোঝেনা। ভোট দেবেন এখানে আর সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে সন্দ্বীপে এমনটা হবে না। ওই নির্বাচন আমরা চাইনা। পারলে প্রতিযোগিতা করে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হয়ে দেখান। কোনো ষড়যন্ত্র করে বিএনপির গতিকে মন্থর করা যাবে না।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিএনপি’র সুনিশ্চিত জয় হবে দেখে একটি দল ষড়যন্ত্র করছে। বিএনপি’র বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই। শহীদ জিয়ার আদর্শে গড়া বিএনপি পানিতে ভেসে আসেনি। আগামী নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মাহমুদ হাসান খান বাবুকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে। সকলকে ভেদাভেদ ভুলে কাজ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

হয়েছে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের মীরপাড়া ও শেখ পাড়ায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়। তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ বাঁকা বিল্লাহ, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আকসেদ আলী, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির রহমান, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, ইউনিয়ন বিএনপির নেতা শামসুর রহমান সুইট, মারুফ, দবিরউদ্দিন, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের শ্যামপুর ইউনিয়নে জেলা বিএনপির গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডে বিএনপির ৩১ দফা দাবি প্রচারে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের আলমপুর উত্তরপাড়া, ধোসারপাড়া ও নোনাপাড়ায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি এলাকাবাসীর হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সভাপতি আলিফ আরাফাত, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিন্টু আলী, যুবদল নেতা মিঠুন, নাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র কার্যালয়ে দুর্বৃত্তদের হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত নয়টার সময় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বিএনপি নেতা ও ৩নং ওয়ার্ড সহ-সভাপতি শামসুল আলম লায়লা জানান, রাতে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা লাঠি-সোটা ও রড নিয়ে অতর্কিতভাবে অফিসে হামলা চালায় এবং কার্যালয়ের আসবাবপত্র, ব্যানার ও মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। এ সময় বিএনপি নেতা শরিফুল ইসলাম ও হায়াতকে মারধর করে গুরুতর আহত করা হয়। তিনি আরও বলেন, “হামলাকারীরা এখনও হুমকি দিচ্ছে, আমরা আতঙ্কে আছি।

অভিযোগে বলা হয়েছে, মোহানের ছেলে সোহেল, জহুরের ছেলে সাদ্দাম, আসুবের ছেলে রাজিব ও সবুজ, কাসেমের ছেলে বাঁধন, রাজ্জাকের ছেলে সম্রাট, সামাদুলের ছেলে আরিফুল এবং ইকলাসসহ আরও কয়েকজন এই হামলায় জড়িত ছিলেন।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

দর্শনায় পৃথকভাবে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দর্শনায় পৃথকভাবে বিএনপি’র ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বুধবার দর্শনা থানা বিএনপি ও পৌর বিএনপি শহরে পৃথক পৃথক শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা করেছে।

ঐদিন বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানা বিএনপি’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক চেয়ারম্যান জনাব খাজা আবুল হাসনাত ও থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জনাব আহাম্মদ আলির নেতৃত্বে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে। তারপর পরই দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জি এস ও পৌর সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন ও প্রবিন বিএনপি নেতা মোঃ আঃ মালেক মন্ডলের নেতৃত্বে শহরে শোভাযাত্রা বের করেন।

এরপর দর্শনা পৌরসভার সাবেক মেয়র জনাব মহিদুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সভাপতি সাবেক বিএনপি সভাপতি হাজী খন্দকার শওকত আলি, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক আলহাজ্জ মোঃ মশিউর রহমান, সাবেক সভাপতি মাহাবুব আলম খোকন, সাবেক সেক্রেটারি মহিদুল ইসলাম, সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম, নাসির উদ্দিন খেদু, আজিজুল হক, যুবদল নেতা জালাল উদ্দিন, ব্রাইট সহ যুবদল, ছাত্রদল নেতাদের নেতৃত্বে দর্শনা রেলবন্দর চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সাবেক সদস্য রবিউল ইসলাম রবি, তিন নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, তিন নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাবেক সিনিয়র জয়েল সেক্রেটারি বাবু, সাবেক কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, বিএনপি নেতা মজিবর রহমান, আলমগীর, রাজ্জাক,

তুফন, নাসির, জলিল, আজগর আলী, আরিফ মাস্টার, আলম, দুলু, সাইফুল, ফারুক, রবিউল, বদর আলম চৌধুরী, সাহাবুল, সোনা,আমিরুল, কাসেম, নাসির, কামাল, দর্শনা থানা মৎস্যচিবী দলের সাধারণ সম্পাদক শরীফ, দর্শনা পৌর মৎস্যচিবি দলের সাধারণ সম্পাদক শাহিন, থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ন আহবায় টুটুল শাহ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক অপু সুলতান, জেলা যুবদলের সদস্য রহিন, যুবদল নেতা কুটি, ছমির, মাসুদ, চঞ্চল, সোহেল, শামিম, স্বপন, আনু, কামাল, রানা, দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন, দর্শনা থানা ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক রেয়াল ইসলাম লিওন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল মামুন, ছাত্রনেতা সবুজ, রুবেল, নাফিজ, লিওন, মানিক, সোহাগ, শরীফ, শামীম, জুবায়ের, নাসিম।

পরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দর্শনা পৌর শহর ঘুরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। বেশ আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করেছে দর্শনা পৌর বিএনপি।

মুজিবনগরে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ের সামনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মশিউর রহমান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক ইসলাম শেখ, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আশরাফুল হক কালু ও সাধারণ সম্পাদক সোনা গাইন, মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপি’র’র সভাপতি রায়হান কবির ও সাধারণ সম্পাদক টুটুল বিশ্বাস, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিনসহ উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা সভা ও র্যালিতে বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে অংশ নেবে।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আনন্দ র্যালি ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আনন্দ র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকালে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চ থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা মঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আকতার জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু,

সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু।

উপজেলা বিএনপি’র সাংগাঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, আলী আসগার সাচ্চু, মাহবুল হক মাষ্টার, মোকলেসুর রহমান মিলন, রাসেদুজামান, সকল ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ও আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, মহিলা দলের আহ্বায়ক জিনিয়া পারভীন, উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক বন্নি,যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জল, সদস্য সচিব রকিবুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক নাজিম উদ্দীন মোল্লা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এমদাদুল হক, পৌর বিএনপি’র সহ সাংগাঠনিক সম্সপাদক হাসিবুল ইসলাম, সদস্য সচিব রাজু আহমেদ, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান হিমেল, সদস্য সচিব জাকারিয়া শান্ত, ছাত্র দলের সদস্য সচিব আলইমরান রাসেল, পৌর ছাত্র দলের আহ্বায়ক রাকিব হাসান রিঙ্কু, মাহদুল তত্ময় সহ স্থানীয় বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আমাদের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এখন নির্বাচনমুখী। তাই আপনারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবেন এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে ধানের শীষের বার্তা পৌঁছিয়ে দেবেন।

আমি প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মানুষের মাঝে উপস্থিত হতে চাই। আপনারা উপজেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেন। আগামী সপ্তাহ থেকে আমি প্রতিটি ইউনিয়নে সভা করে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা তারেক রহমানের বার্তা পৌঁছে দিতে চাই।

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র হতে দেওয়া

হবে না

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কাউকে ষড়যন্ত্র করতে দেওয়া হবে না। মানুষের ভোটের অধিকার নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি করতে দেওয়া যাবে না। সকলেই প্রস্তুত থাকুন, নির্বাচনের জন্য সকলকে প্রস্তুত করুন এবং যারা নির্বাচনকে বানচাল করতে চায় বা নির্বাচনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করবে, আগামী দিনে গণতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে তাদের আমরা রুখে দিতে পারব।

১৭ বছর আমরা একসঙ্গে লড়াই করেছি। বিএনপি, জামায়াত, অন্যান্য সকল সংগঠন যারা রক্ত দিয়েছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন আজকে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশের মঞ্চ থেকে আমি আপনাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে চাই, এ কাজ করবেন না, বিএনপিকে ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকাতে গিয়ে জনগণের ভোটের অধিকার ছিনতাই করবেন না।

গকতাল মঙ্গলবার বিকেলে শহরের ড. শামসুজ্জোহা পার্কে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন, কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

তিনি আরও বলেন, আমরাই বলেছিলাম দিন বদলাবে, দিন হবে মানুষের সেই মানুষের দিন প্রতিষ্ঠার এ লড়াই আমরা শুরু করেছিলাম ১৭ বছর আগে। সেই লড়াই আগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে এই রাষ্ট্রের মালিকানা আমরা জনগণের কাছে ফেরত দিতে চাই।

মেহেরপুর জেলায় যে কমিটি হয়েছে সেটি বিএনপি’র ছোট কমিটি। কমিটি ছোট হোক, তারপরেও ওই বিএনপিকেও আমাদের রক্ষা করতে হবে। ছোট হোক, রক্ষা করতে হবে। মেহেরপুরের লক্ষ্য মানুষ আমাদের সাথে আছে। তাই কারোর বিরুদ্ধে আর অভিযোগ করব না। ঐক্যবদ্ধ থাকুন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

মেহেরপুরের নবাগত এসপি ও ডিসিকে উদ্দেশ্য করে মাসুদ অরুণ বলেন, নতুন কমিটির ফোনে কাজ করার আগে জনগণের ভাষা বুঝবেন। জনগণের ভাষা বুঝে যদি কাজ না করেন, আগামীতে পার্কে সমাবেশ হবে না, সমাবেশ হবে ডিসি অফিসের সামনে, হবে এসপি অফিসের সামনে। আগামীতে কাউকে জনগণের স্বার্থের বাইরে এক পা ফেলতে দেওয়া হবে না।

আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, কোনো সময় পুলিশ দিয়ে ভোট, কোনো সময় রাতের বেলায় ভোট, কোনো সময় ডামি ভোট করে শেখ হাসিনা ১৬ বছর ক্ষমতায় ছিল। এই ১৬ বছরে শেখ হাসিনা অজস্র মায়ের বুক খালি করেছে, অসংখ্য বিএনপি’র ছেলেদের ক্রসফায়ার দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের সম্পদ লুট করে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাচার করেছে। এর বিরুদ্ধে এই ১৬ বছর কঠোর লড়াই কারা করেছে?

এই মেহেরপুরের মাটিতে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র, র্যাবের ক্রসফায়ারের ভয়, বিডিআরের বন্দুককে উপেক্ষা করে, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের রুক্ষ চক্ষুকে উপেক্ষা করে এই মেহেরপুরের মাটিতে শেখ হাসিনা বিরোধী লড়াই কারা করেছিল? আপনারা, এই মাঠে যারা উপস্থিত আছেন, আপনারাই লড়াই করেছিলেন।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমূখ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।